গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০

আইন অধিশাখা
ডিসেম্বর, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০

আইন অধিশাখা
ডিসেম্বর, ২০২০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
শিরোনাম	১
সংজ্ঞার্থ	১
প্রয়োগক্ষেত্র	৩
উদ্দেশ্য	৩
আইনগত ভিত্তি	৩
বাস্তবায়ন কৌশল	৪
ফিডের চাহিদা ও সরবরাহ এবং মূল্য পরিবীক্ষণ কমিটি	৫
ফিড উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও বিপণন এবং মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি	৬
অধিদপ্তর ও উহার অধীন দপ্তরের দায়িত্ব	৭
কারখানার দায়িত্ব	৯
বিপণনকারীদের দায়িত্ব	১১
বিবিধ	১১

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০

ভূমিকা :

প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ও সময়ের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক উৎস হইতে মৎস্য আহরণের পাশাপাশি মৎস্য চাষের উদ্যোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিক ফলনের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের প্রাকৃতিক মৎস্যখাদ্য উৎস যথেষ্ট না হওয়ায় প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে গোচারণ ক্ষেত্র সংকুচিত এবং বিদেশি জাতের বা সংকরজাতের গবাদিপশুর খাদ্য চাহিদা বিবেচনা করিয়া ও অধিক দুধ বা মাংস এবং উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি খামার ব্যবস্থাপনায় চাষের মাধ্যমে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম খাদ্য বা প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশে ফিড অর্থাৎ মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্যের শিল্প গড়িয়া উঠে। মৎস্য ও পোল্ট্রি-খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের উৎস হিসাবে ট্যানারির বর্জ্য ব্যবহার বন্ধের জন্য মাননীয় হাইকোর্টে ৬৯৩০/২০১০ নং রিট দায়ের হয়। উক্ত রিটে মাননীয় হাইকোর্ট বিগত ২১-০৭-২০১১ তারিখের রায়ে মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য মান সুরক্ষার নিমিত্ত একটি মনিটরিং নির্দেশিকা (Guideline) প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

সরকার নিরাপদ মৎস্য এবং মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে গুণগত ও মানসম্পন্ন ফিড নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে রিটের আদেশ বিবেচনাপূর্বক 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০' প্রণয়ন করে। অতঃপর মৎস্য সেক্টরে মাঠ পর্যায়ে উক্ত আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে 'মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১' এবং প্রাণিসম্পদ সেক্টরের জন্য 'পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩' প্রণয়ন করে। গুণগতমানের ফিড উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এই আইন ও বিধিমালার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হইয়া থাকে।

এই দুইটি বিধিমালায় মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য-এর মান নিয়ন্ত্রণে বিধান ও পরিদর্শনের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ট্যানারি বর্জ্য মৎস্যখাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হইলে বা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেলে 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০' এবং 'মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১' ও 'পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩'-এর আওতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তথাপি ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ট্যানারি-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির অবৈধ সহযোগিতায় ফিড প্রস্তুতকালে প্রাণিজ প্রোটিনের উৎস হিসাবে ট্যানারি বর্জ্য ব্যবহার বন্ধের নিমিত্ত মাননীয় হাইকোর্টের আদেশ প্রতিপালনে পরিবীক্ষণের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত আবশ্যিক বিবেচনা করিয়া এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হইল।

১। শিরোনাম :

এই নির্দেশিকা নিরাপদ মৎস্য, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের জন্য 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০' নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ :

(ক) 'আইন' অর্থ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;

(খ) 'কারখানা' অর্থ ফিড প্রক্রিয়াকরণ বা উৎপাদন স্থল এবং ফিড উপকরণ বা উৎপাদিত ফিডের মজুতাগারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) 'ফিড' (Feed) অর্থ আইনে উল্লিখিত মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য;

(ঘ) 'ফিড উপকরণ' অর্থ পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩-এর বিধি ২-এর উপবিধি (ঘ)-এ উল্লিখিত খাদ্য উপকরণ বা মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১-এর উপবিধি (ঘ)-এ উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্য;

(ঙ) 'বিধি' অর্থ মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১ বা পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩;

(চ) 'ব্যাচ' অর্থ ফিড উৎপাদনকারী কর্তৃক একটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত ফিডলট যাহা কোনো একটি কারখানা হইতে উৎপাদনের জন্য একই উপকরণের নির্ধারিত আদর্শমান বজায় রাখিয়া একই উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত ও একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ফিড যাহা গুদামজাত থাকুক বা বিপণনের উদ্দেশ্যে বাজারে সরবরাহ করা হইয়াছে;

(ছ) 'অনুশীলনের কোড' (Code of Practice) অর্থ খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদতা বজায় রাখিবার প্রয়োজনে সরকার অনুমোদিত ও নির্ধারিত মান বজায় রাখিবার জন্য ফিড উৎপাদনে উক্ত ফিড প্রস্তুতকারী কারখানার জন্য অনুসরণীয় এবং অনুশীলনীয় নির্দেশনা;

(জ) 'নির্দেশিকা' অর্থ এই 'মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০';

(ঝ) 'নিষিদ্ধ প্রাণিজ দ্রব্য' অর্থ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত, ফিড উৎপাদনে ব্যবহৃত যে কোনো প্রাণিজ দ্রব্য;

(ঞ) 'প্রতিপালন' (Compliance) অর্থ ফিড পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আইন ও বিধির বিনির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হইয়াছে কি না যাচাই করা;

(ট) 'ট্রেসাবিলিটি' (Traceability) অর্থ ফিডের উপকরণ সংগ্রহ, উহা প্রক্রিয়াকরণ, ফিড উৎপাদন এবং বিপণনের যে কোনো পর্যায়ে শনাক্তকৃত ক্ষতিকর উপাদানের উৎসমূল অনুসন্ধানের সক্ষমতা ও উপায়;

(ঠ) 'উৎপাদন' অর্থ লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ও বিধির আওতায় এবং উহাতে বর্ণিত খাদ্য উপকরণের সমন্বয়ে প্রক্রিয়াজাত করিয়া বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হউক বা না হউক যন্ত্রাদি দ্বারা বা সরাসরি হাতে ফিড প্রস্তুত প্রক্রিয়া;

(ড) 'বিপণন' অর্থ লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ও বিধির আওতায় উৎপাদিত ফিড পরিবহণ বা ক্রয় বা বিক্রয় বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন বা মজুতকরণ;

(ঢ) 'ট্যানারি বর্জ্য' অর্থ ট্যানারিতে পশু চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় ও পরে সৃষ্ট উপজাত বা বর্জ্য; এবং

(ণ) 'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)' অর্থ পদ্ধতিগত এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা, যাহা ফিডে জৈব বা রাসায়নিক বা ভৌত বা রেডিওলজিক্যাল আপদের অনুপ্রবেশ বা ভেজাল নিবারণ করে।

৩। প্রয়োগক্ষেত্র :

এই নির্দেশিকা মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রানিসম্পদ অধিদপ্তর এবং অধীন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং কারখানা ও বিপণনকারী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বলবৎ আইন এবং বিধিমালার সহায়ক নির্দেশনা হিসাবে প্রয়োগ করিতে পারিবে—

(ক) ফিড উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কারখানা ও মজুতাগার;

(খ) ফিড পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত যে কোনো যানবাহন;

(গ) ফিড বিপণনে সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিক্রয়স্থল যথা—এজেন্ট, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার দোকান;

(ঘ) ফিড প্যাকেজিং ও লেবেলিং পর্যায়;

(ঙ) ফিড উপকরণ সংগ্রহ, মজুত ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পর্যায়; এবং

(চ) উৎপাদন হইতে চাষি বা খামারি পর্যায়ে ফিডের মান যাচাই।

৪। উদ্দেশ্য :

(ক) ৬৯৩০/২০১০ নং রিটে মাননীয় হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়/আদেশ প্রতিপালন;

(খ) নিরাপত্তা বজায় রাখিবার মাধ্যমে নিরাপদ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা;

(গ) বিপত্তিমুক্ত ফিড উৎপাদন ও সরবরাহ;

(ঘ) মৎস্যস্বাস্থ্য ও পশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা;

(ঙ) মানসম্পন্ন ফিড উৎপাদন ও বিপণনে সহায়ক ভূমিকা পালন;

(চ) ফিড তৈরিতে আইনানুগভাবে নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত মাত্রায় উপাদান/দ্রব্যাদি ব্যবহার প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টি;

(ছ) আইন ও বিধি প্রতিপালনে তদারকি; এবং

(জ) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার।

৫। আইনগত ভিত্তি :

(ক) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০;

(খ) মৎস্যখাদ্য বিধিমালা, ২০১১;

(গ) মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৮;

(ঘ) মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০;

(ঙ) মৎস্য হ্যাচারি বিধিমালা, ২০১১;

(চ) Protection and Conservation of Fish Act, 1950;

(ছ) Protection and Conservation of Fish Rules, 1985;

(জ) মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০;

(ঝ) পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩;

(ঞ) পশুরোগ আইন, ২০০৫;

(ট) পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮;

(ঠ) পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫;

(ড) পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১; এবং

(ঢ) নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩।

ইহা ব্যতীত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর স্যানিটরি ও ফাইটো স্যানিটরি (SPS) নির্দেশনা, কোডেক্স নির্দেশনা (Codex Alimentarius Guidelines on Feed Safety) এবং HACCP Principles।

৬। বাস্তবায়ন কৌশল :

(ক) আইন ও বিধি প্রতিপালন করিয়া ফিড উৎপাদন;

(খ) উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা;

(গ) ফিড মজুত, পরিবহণ এবং বিক্রয় স্তরে ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) পরিদর্শন;

(ঙ) পরিবীক্ষণ, নমুনা সংগ্রহ ও যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ;

(চ) বিদ্যমান মানের সহিত পরীক্ষার ফলাফল তুলনা;

(ছ) পরামর্শ প্রদান এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) কারখানা কর্তৃক স্ব-প্রণোদিত ব্যাচ এবং লটভিত্তিক উপকরণ ও খাদ্যের মান যাচাই;

(ঝ) সকল ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা;

(ঞ) ফিড উৎপাদনকারী, বিপণনকারী এবং অধিদপ্তরের মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয় ও সহযোগিতা; এবং

(ট) ফিড উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের হালনাগাদ তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন।

৭। **ফিডের চাহিদা ও সরবরাহ এবং মূল্য পরিবীক্ষণ কমিটি**—(ক) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হইবে—

১।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২ উইং), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (সহকারী পরিচালকের নিম্নে নহে)	সদস্য
৩।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (সহকারী পরিচালকের নিম্নে নহে)	সদস্য
৪।	ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ-এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল-এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	বাংলাদেশ ডেইরি ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
৭।	ফিস হ্যাচারি অ্যান্ড ফার্ম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
৮।	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) কার্যপরিধি :

(১) কমিটি বাজারে ফিড-এর চাহিদা ও সরবরাহ এবং মূল্যবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিবে।

(২) প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার সভার আয়োজন করিবে, তবে দুর্যোগকালীন, আহ্বায়ক যে কোনো সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৩) কমিটি যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিনিধিকে কমিটির সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) কমিটি ফিডের চাহিদা ও সরবরাহ এবং মূল্য বিষয়ে আলোচনা করিয়া জাতীয় কমিটিতে বিবেচনার জন্য সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

(৫) কমিটি যে কোনো তথ্য সংগ্রহে বা তথ্য প্রদানে মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের যে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ফিড উৎপাদনকারী, আমদানিকারী, রপ্তানিকারী বা বিপণনকারীদেরকে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৮। ফিড উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও বিপণন এবং মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি—

(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে এই জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে—

০১।	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, মৎস্য উইং	সদস্য
০৩।	শিল্প মন্ত্রণালয়-এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন)	সদস্য
০৪।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন)	সদস্য
০৫।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন)	সদস্য
০৬।	জননিরাপত্তা বিভাগের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন)	সদস্য
০৭।	স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নহেন)	সদস্য
০৮।	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
০৯।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
১০।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১১।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১২।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৩।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১৪।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন	সদস্য
১৫।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	সদস্য
১৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
১৭।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
১৮-১৯।	ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
২০-২১।	সভাপতি মনোনীত মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ২ (দুই) জন প্রতিনিধি	সদস্য
২২।	সভাপতি, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল	সদস্য
২৩।	সভাপতি, বাংলাদেশ ডেইরি ফারমার্স অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
২৪।	সভাপতি, বাংলাদেশ মৎস্য হ্যাচারি ও খামার মালিক সমিতি	সদস্য
২৫।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, প্রাণিসম্পদ উইং	সদস্য-সচিব

(২) (ক) কমিটি বৎসরে ন্যূনতম দুইটি সভা আয়োজন করিবে; এবং

(খ) কমিটি প্রয়োজনে যে-কোনো সদস্য কো-অপ্‌ট করিতে পারিবে।

(৩) কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে—

(ক) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক উপস্থাপিত ফিড চাহিদা ও সরবরাহ, উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানি, মান যাচাই ও পরীক্ষা এবং আইন বাস্তবায়ন-বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরামর্শ প্রদান; এবং

(খ) বলবৎ আইন ও বিধিমালা হালনাগাদকরণ এবং ফিড উৎপাদন ও মান বজায় রাখিবার স্বার্থে আইন ও বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৯। অধিদপ্তর ও উহার অধীন দপ্তরের দায়িত্ব :

(ক) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর স্ব স্ব প্রধান অফিসের ১ (এক) জন পরিচালককে আহ্বায়ক করিয়া উৎপাদন কারখানা পর্যবেক্ষণের জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করিবেন এবং কমিটির অন্যান্য সদস্য হইবেন অধিদপ্তরের ১ (এক) জন সহকারী পরিচালক বা সমপর্যায়ের ১ (এক) জন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ-এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি এবং মহাপরিচালক মনোনীত ১ (এক) জন খামারি (যিনি কোনোভাবেই মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য উৎপাদন কারখানার মালিক বা মালিকের প্রতিনিধি নহেন);

(খ) মনোনীত প্রতিনিধি মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন; তবে মহাপরিচালক যে-কোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন;

(গ) কমিটি কারখানার লাইসেন্স, উৎপাদন প্রক্রিয়া, ল্যাব, খাদ্য উপকরণ বিশেষ করিয়া প্রাণিজ প্রোটিন সংগ্রহের উৎস, সকল খাদ্য উপকরণ এবং উৎপাদিত খাদ্যের মজুত ও কারখানার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, রেকর্ড ইত্যাদি যাচাই করিবে এবং ছবিসহ মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন প্রদান করিবে;

(ঘ) মহাপরিচালক উল্লিখিত বিষয় যাচাইয়ের জন্য এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রদানের স্বার্থে প্রতিবেদন ছক প্রস্তুত করিবেন;

(ঙ) কমিটি মাসে ন্যূনতম ৩ (তিন) টি কারখানা পরিদর্শন করিবে এবং মহাপরিচালক সকল প্রতিবেদন সমন্বিত আকারে জাতীয় কমিটিতে পেশ করিবেন;

(চ) অধিদপ্তর নিজ নিজ ওয়েবপেজে সাব-উইন্ডো করিয়া লাইসেন্সধারী কারখানার নামের তালিকা এবং কী খাদ্য উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে তাহা এবং লাইসেন্সের মেয়াদ এবং লাইসেন্স স্থগিত/বাতিলের তথ্যাদি উল্লেখসহ তথ্য হালনাগাদ করিয়া সন্নিবেশ করিবে;

(ছ) বিভাগীয় পর্যায়ের উপপরিচালক তাঁহার অধিক্ষেত্রের অধীন কারখানা যদি থাকে, প্রতিমাসে ন্যূনতম একবার কারখানা পরিদর্শন করিবেন এবং কারখানার লাইসেন্স, উৎপাদন প্রক্রিয়া, ল্যাব., খাদ্য উপকরণ বিশেষ করিয়া প্রাণিজ প্রোটিনের সংগ্রহের উৎস, সকল খাদ্য উপকরণ এবং উৎপাদিত খাদ্যের মজুত ও কারখানার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, রেকর্ড ইত্যাদি যাচাই করিবেন এবং প্রয়োজনে ছবিসহ মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন প্রদান করিবেন;

(জ) আইন ও বিধির সহিত সংগতি রাখিয়া মহাপরিচালক মানহীন, দূষিত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ফিড প্রত্যাহারের এবং ধ্বংসের ধারাবাহিক পন্থা প্রস্তুত করিবেন;

(ঝ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মাঠপর্যায়ের স্ব স্ব অধিদপ্তর কর্তৃক এই নির্দেশিকার নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করিবেন;

(ঞ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্ব :

(১) সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল কারখানা, ফিড বিক্রয়কারী, পাইকারি বিক্রেতা/এজেন্ট বা খুচরা বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতায় আনিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) প্রতিমাসে ন্যূনতম ২ (দুই)টি ফিড কারখানা, যদি থাকে, বিক্রয়কারী, পাইকারি বিক্রেতা/এজেন্ট বা খুচরা বিক্রেতার দোকান পরিদর্শন করিবেন এবং পরিদর্শনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ছকে স্ব স্ব জেলা অফিসে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং নিজ কার্যালয়ে একটি অনুলিপি (Copy) সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) কারখানা বা দোকান পরিদর্শনকালে কোনো ফিড সংরক্ষণে নিরাপদ মজুতসংশ্লিষ্ট ত্রুটি দেখিতে পাইলে বিক্রেতাকে পরামর্শ প্রদান করিবেন বা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) কোনো ফিড-এর ভৌত গুণাগুণ দেখিয়া মান বিষয়ে সন্দেহ হইলে পরীক্ষার জন্য বিধি মোতাবেক নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং দ্রুত পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

(ট) পরীক্ষার ফলাফলে নির্ধারিত মানের চাইতে নিম্নমানের উপকরণ বা গুণাগুণ বা মৎস্য বা পশু স্বাস্থ্যের জন্য বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান শনাক্ত হইলে উক্ত ব্যাচের সকল মৎস্যখাদ্য বা পশুখাদ্য যেখানে যে অবস্থায় অর্থাৎ কারখানার গুদাম, পরিবহণ বা বিক্রয়কারীর বিক্রয় কেন্দ্র বা গুদাম হইতে প্রত্যাহার করিবার আদেশ প্রদান বা আটকপূর্বক আইন বা বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঠ) লাইসেন্সবিহীন কারখানার উৎপাদিত ফিড তাৎক্ষণিকভাবে আইন বা বিধির আলোকে আটকপূর্বক ধ্বংস করিতে হইবে; এবং

(ড) ট্যানারির বর্জ্য বা নিষিদ্ধ শিল্প বর্জ্য কোনো কারখানায় যে-কোনো অবস্থায় পাওয়া গেলে বা ফিডের মান পরীক্ষায় ভারী ধাতু নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত বা বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল উপস্থিতি পাওয়া গেলে কারখানার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ট্যানারির বর্জ্য বা নিষিদ্ধ শিল্পবর্জ্য-এর উৎসস্থল বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং উৎস শনাক্ত হইলে মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক ব্যক্তিগতভাবে বিসিক বা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহিত সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া ভারী ধাতুর উৎস নিয়ন্ত্রণের বা নিবারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০। কারখানার দায়িত্ব :

(ক) আইন এবং বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ বা হালনাগাদ লাইসেন্স সংরক্ষণ ব্যতীত কোনো কারখানা কোনো ফিডের উপকরণ বা পশুখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য আমদানি ও পশুখাদ্য বা মৎস্যখাদ্য উৎপাদন, মজুত, পরিবহণ বা বিপণন বা কোনো বিক্রেতার নিকট উহা বিক্রয় করিতে পারিবে না;

(খ) আইন, বিধি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি পালনে কোনো কারখানা কোনো ব্যত্যয় করিতে পারিবে না;

(গ) প্রত্যেক কারখানা উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদিত ফিড-এর মান সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব দক্ষ জনবল নিয়োগ করিবে এবং এই বিষয়ে অধিদপ্তর অনুমোদিত নিজস্ব নীতিমালা সংরক্ষণ ও অনুসরণ করিবে;

(ঘ) প্রতিটি ফিডের উৎপাদন ফ্লোচার্ট প্রস্তুত করিবে এবং সহজে দেখা যায় এমন স্থানে টাঙাইবার ব্যবস্থা করিবে;

(ঙ) ইহা ব্যতিরেকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে হইবে—

(১) ফিড ও উহার উপকরণের জৈবিক নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য মেঝেতে রাখিতে পারিবে না এবং মেঝে হইতে ন্যূনতম ৭ (সাত) সেন্টিমিটার উপরের কোনো কাঠামোর উপর উপকরণ সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং একই সঙ্গে দেওয়াল স্পর্শ করিয়া রাখা যাইবে না।

(২) প্রতিটি ফিড উপকরণ 'আগে আগমন আগে ব্যবহার' পদ্ধতিতে ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) ফিড বা উহাদের উপকরণ পরিবহণের কার্যে নিয়োজিত যান বোঝাই করিবার পূর্বে জীবাণুনাশক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করিতে হইবে।

(৪) ফিডের উপকরণের উৎস, আগমন, মজুত, ব্যবহার বা বিক্রয় বিষয়ে রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) ঔষধ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা কনসেন্ট্রেট—

(i) যে কক্ষে রাখা হইবে তাহা পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় আলো বা বাতাস যাতায়াতের সুব্যবস্থা-সংবলিত হইবে;

(ii) নির্দেশিত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও যথাযথভাবে লেবেলিং করিতে হইবে; এবং

(iii) মেয়াদোত্তীর্ণ হইলে উক্তরূপ দ্রব্যাদি সংরক্ষণ বা ব্যবহার করা যাইবে না এবং বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হইলে সতর্কবাণী উল্লেখ করিতে হইবে।

(৬) (ক) পশুখাদ্যের বস্তার গায়ে উল্লেখ থাকিতে হইবে—'ইহাতে নিষিদ্ধ প্রাণিজ দ্রব্য নাই'; এবং

(খ) মৎস্য খাদ্যের বস্তায় উল্লেখ থাকিবে—'ইহা কেবল মৎস্যখাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী'।

(৭) এমবিএম (Meat and Bone Meal) বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রক্রিয়াজাত রক্ত কখনোই পশুখাদ্যের উপকরণের পাশাপশি রাখা সমীচীন হইবে না।

(৮) খোলা অবস্থায় বা ছেঁড়া বস্তায় কোনো ফিড উপকরণ সংরক্ষণ করা যাইবে না।

(৯) ইঁদুর বা পোকামাকড় মুক্ত রাখিতে বিশেষজ্ঞের মতামতের সাপেক্ষে কীটনাশক সংরক্ষণ ও ব্যবহার করিতে হইবে।

(১০) ফিড উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি রুটিন ভিত্তিতে পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১১ অপদ্রব্য বা ভেজাল দ্রব্য মিশ্রণ রোধে পর্যাপ্ত নজরদারি থাকিতে হইবে।

(১২) মাছের বা পশুর জাত, শ্রেণি ও বয়সভিত্তিক খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে উপকরণের অনুপাত বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানের হইতে হইবে।

(১৩) বিধিসহ এই নির্দেশিকা মোতাবেক মৎস্য বা পশুখাদ্যের প্যাকেটের বা বস্তার গায়ে লেবেল থাকিতে হইবে।

(১৪) উৎপাদিত ফিডের সম্পূর্ণ ও পর্যায়ভিত্তিক শনাক্তকরণ বিবরণী (Sequence and Traceable History) সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(চ) ফিড উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্যজাত প্রাণিজ প্রোটিন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মৎস্যজাত প্রাণিজ প্রোটিন ব্যতীত অন্য যে-কোনো প্রাণিজ প্রোটিন আমদানির অনুমতি প্রদান করিবে এবং কারখানা প্রাণিজ প্রোটিনের অনুপ্রবেশ প্রতিবেদনে উৎস-দেশের ও উৎস প্রাণীর নাম, পরিমাণ, উৎপাদনের তারিখ, ব্যবহারের জন্য উল্লিখিত সময়সীমা ও কোন ব্যাচের উৎপাদনে কী পরিমাণ ব্যবহার হইতেছে এতৎসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবে;

(ছ) এই অনুচ্ছেদের নির্দেশাবলি অনুসরণে ফিড উৎপাদনকারীদের সংগঠন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে;

(জ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/মৎস্য অধিদপ্তর এই অনুচ্ছেদের বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিবে;

(ঝ) অবস্থা বিবেচনায় পণ্য প্রত্যাহারের জন্য শনাক্তকরণ পরিকল্পনা (Traceability Plan) থাকিবে এবং সেইভাবে রেকর্ড ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে;

(ঞ) কোনোভাবেই আইন বা বিধিতে উল্লিখিত ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা ভারী ধাতু নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ না থাকে সেই বিষয়ে সচেতন থাকিতে হইবে;

(ট) ফিড-এর মান বিষয়ে কোনো অভিযোগ দায়ের হইলে নিষ্পত্তি বিষয়ে ফিড উৎপাদনকারী/ আমদানিকারী/বিপণনকারীদের রেজিস্টার্ড সমিতি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করিবে; এবং

(ঠ) অনুমোদিত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত প্রতিব্যাচের ফিড-এর নমুনা পরীক্ষা এবং পরীক্ষার তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। বিপণনকারীদের দায়িত্ব :

(১) লাইসেন্সধারী উৎপাদনকারী/আমদানিকারীদের নিকট হইতে বিক্রয়ের জন্য ফিড সরবরাহ এজেন্ট বা বিক্রেতা গ্রহণ করিবেন।

(২) সংগৃহীত ফিড মেঝে হইতে ন্যূনতম ৭ সে.মি. উপরে এবং দেওয়াল হইতে দূরে রাখিতে বা স্টক করিতে হইবে এবং লক্ষ রাখিতে হইবে যেন, কোনোভাবেই মেঝে বা দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে না হয় বা থাকে।

(৩) কীটনাশক বা সার বা রাসায়নিক কোনো দ্রব্যের সহিত একই স্থানে ফিড রাখা যাইবে না।

(৪) ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অধিদপ্তর হইতে পরিদর্শনকালে মজুত-বিবরণী এবং রেকর্ডপত্র দিয়া পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করিতে হইবে।

(৫) লাইসেন্স দর্শনীয় স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

(৬) মেয়াদোত্তীর্ণ ফিড দোকানে মজুত বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন বা বিক্রয় করা যাইবে না।

(৭) প্রতিটি ফিড 'আগে আগমন আগে ব্যবহার' পদ্ধতিতে বিপণন করিতে হইবে।

১২। **বিবিধ :**

(ক) সরকার এই নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করিবে এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করিতে পারিবে এবং এইরূপ জারিকৃত সিদ্ধান্ত নির্দেশিকার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(খ) এই নির্দেশিকার কোনো বিধান অস্পষ্ট থাকিলে সরকার যে মাধ্যমে উপযুক্ত মনে করিবে সেই মাধ্যমে তাহা স্পষ্টীকরণ করিতে পারিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

বাঃসঃমু-৪৬৭৬ কম(বি-১০)/২০২০-২১—২,০০০ বই, ২০২১।